বাণিজ্য সংবাদ

বিপর্যয়ের মুখে ডিলাররা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : গোটা দেশে ২১ দিনের জন্য লকডাউন কার্যকর হওয়ার ফলে গাড়ির ডিলারদের পক্ষে ১৫ এপ্রিলের আগে বিক্রি বা রেজিস্ট্রেশনের কোনও উপায় থাকছে না। ডিলারদের বক্তব্য, এমন পরিস্থিতিতে শীর্ষ আদালতের উচিত, বিএস-৪ মডেলের গাড়ির বিক্রি ও রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া। সুপ্রিমকোর্ট যদি সময়সীমা শেষ পর্যন্ত না বাড়ায় তাহলে ডিলাররা বিএস-৪ মডেলের গাড়ি বিক্রি করার অন্য পথ খুঁজছে। ডিলারদের একাংশের মত হল, ওই সব গাড়িকে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি হিসেবে বিক্রি করা যেতে পারে। যদিও তা থেকে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা ভবিষ্যতে ২০টি গাড়ি বিক্রির লাভের সমতুল হবে। যদি সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি হিসেবেও বিক্রি করা সম্ভব না হয় তাহলে ওই গাড়ি ভেঙে যন্ত্রাংশ বের করে নিতে হবে। ডিলারদের সামনে অন্য পথটি হল, নির্মাতাদের কাছে গাড়ি ফেরত পাঠানো। ইতিমধ্যে গাড়িনির্মাতাদের সংগঠন সিয়াম-এর মাধ্যমে ডিলারদের সংগঠন এফএডিএ গাড়িনির্মাতাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে।

লকডাউন কার্যকর হওয়ার পর অনেক রাজ্যে ডিলারদের কর্মী ও ক্রেতাদের যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। ২০ হাজারের বেশি ডিলার আউটলেট বন্ধ রাখতে হচ্ছে। প্রাথমিক পরিসংখ্যান বলছে, বিএস-৪ মডেলের যত গাড়ি অবিক্রিত রয়েছে তার দাম ৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকার বেশি। তবে লকডাউন হওয়ায় টু হুইলারের বাজারে সবথেকে বেশি কোপ পড়েছে। প্রায় ৭ লক্ষ টু হুইলার অবিক্রিত অবস্থায় রয়েছে। মুম্বইয়ের এক টু হুইলার ডিলার বলেছেন, 'এত খারাপ অবস্থার মধ্যে আমাদের কখনও পড়তে হয়নি। যদি শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে কয়েক মাসের মধ্যে বেশিরভাগ ডিলারশিপ বন্ধ হয়ে যাবে।' হিরো মোটোকর্পের এক আধিকারিক বলেছেন, 'গত সপ্তাহ পর্যন্ত আমাদের ডিলারদের কাছে ২ লক্ষের কাছাকাছি বিএস-৪ মডেলের গাড়ি মজুত ছিল। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ডিলারদের পক্ষে এই গাড়ি বিক্রি করে ফেলা কোনও কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু লকডাউনের জন্য শোরুম বন্ধ থাকায় ডিলারদের পক্ষে গাড়ি বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না।' আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর পার্টনার সোম কাপুরের বক্তব্য, 'এমনিতেই অটোমোবাইল শিল্পের যা হাল ছিল তাতে মার্চ মাসে পরিস্থিতি জটিল থাকবে বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এখন করোনা সংক্রমণের জেরে আরও বড় ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের উচিত, এমন কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যাতে অটোমোবাইল শিল্পে বাড়তি ধাক্কা না আসে।'

বিনোদন ব্যবসায় কোপ

মুম্বই, ২৫ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়ে বার্তা পাঠিয়েছে ইভেন্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। অন্তত ৬ কোটি কর্মী ও কলাকুশলী এই সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, করোনা সংক্রমণের জেরে লকডাউন হওয়ায় প্রায় ১ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সমস্ত বড় বড় ইভেন্ট হয় স্থগিত রাখা হয়েছে অথবা বাতিল করা হচ্ছে। প্রথম দু'মাসে ক্ষতির পরিমাণ ৩ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের আশঙ্কা, তাদের ব্যবসার উপর নেতিবাচক প্রভাব আরও কয়েক মাস থাকবে। কারণ, করোনা সংক্রমণের জন্য কনফারেন্স, সরকারি ও বেসরকারি বৈঠক, প্রদর্শনী এবং আন্তর্জাতিক স্তরের অনুষ্ঠান বাতিল করতে হয়েছে। ইভেন্ট ও এন্টারটেনমেন্টের ব্যবসার সঙ্গে ১ কোটি কর্মী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া খাদ্য ও পানীয়, হসপিটালিটি, পর্যটন এবং বিজ্ঞাপন জগতের ৫ কোটি মানুষের স্বার্থও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। টিম ওয়ার্ক আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জয় রায় বলছেন, অনেকের পক্ষে কর্মীদের বেতন এবং কর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

স্থগিত এনপিআর

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা মহামারির হাত থেকে ভারতকে বাঁচাতে দেশজুড়ে আগামী ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন চলবে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় জনপঞ্জি (এনপিআর) এবং ২০২১ সালের জনগণনার প্রথম ধাপের কাজ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী করা যাবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, আগামী ১ এপ্রিল থেকে দুটি প্রক্রিয়াই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে লকডাউন শুরু হওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য এই প্রক্রিয়া দুটি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়াল

ভারতে করোনার বলি বেড়ে ১১

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : করোনা সংক্রমণে ভারতে মৃত্যু হল আরও একজনের। বুধবার তামিলনাড়ুর এক প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। ওই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জি বিজয়ভাস্কর জানিয়েছেন, মৃতের উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিসের সমস্যা ছিল। করোনা ধরা পড়ার পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। এদিন সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই নিয়ে ভারতে সংক্রমণের ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১১। আক্রান্তের সংখ্যা ৬০০ ছাড়িয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫১৯ জন ভারতীয়। বাকিরা অনান্য দেশের নাগরিক। তামিলনাড়ুতে এদিন আরও ৬ জনের করোনা ধরা পড়েছে। সেরাজ্যে সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়ে ১৮ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ছড়িয়েছে কেরলে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১০৯। বুধবার দক্ষিণ ভারতের রাজ্যটিতে নতুন করে ১২ জনের সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে। মহারাষ্ট্রেও এদিন ১৪ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। সেখানে আক্রান্ত ১০১ জন। মধ্যপ্রদেশেও ৫ জনের দেহে করোনার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। গুজরাট, দিল্লি, পঞ্জাব ও হিমাচলপ্রদেশেও একজন করে মানুষের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। মঙ্গলবার আগামী ৩ সপ্তাহের জন্য গোটা দেশে লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর পরেই বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসন কড়াভাবে লকডাউন কার্যকর করার পথে হেঁটেছে। পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটকে ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। কার্ফিউ না মানলে প্রয়োজনে পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও। এদিনও লকডাউন ভেঙে রাস্তায় বার হওয়ার অভিযোগে ১০০-র বেশি মানুষকে গ্রেপ্তার হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। গাড়ি রাস্তায় নামানোর কারণে চালকদের জরিমানাও করা হয়েছে।

মঙ্গলবার মণিপুরের এক তরুণীর করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছিল। উত্তর-পূর্ব ভারতে সংক্রমণের সেটাই ছিল প্রথম ঘটনা। ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতে সেখানে সংক্রমণের দ্বিতীয় ঘটনাটি সামনে এসেছে। ওই ব্যক্তি মিজোরামের বাসিন্দা। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। লকডাউনের জেরে পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে আটকে পড়েছেন অনেকে। আবার বাড়িতে খাবারদাবার ফুরিয়ে আসছে বলেও কেউ কেউ জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাহায্যের আবেদন জানিয়ে একাধিক ভিডিও নজরে এসেছে। দিল্লির ৭২ লক্ষ বাসিন্দাকে বিনামূল্যে র‍্যাশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেজরিওয়াল সরকার। সাধারণ মানুষকে রসদ সংগ্রহের সুযোগ দিতে এদিন সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত পঞ্জাবে কার্ফিউ শিথিল করা হয়েছিল।

মৃত্যুমিছিলের শীর্ষে ইতালি, চিনকে টপকে দ্বিতীয় স্পেন

মাদ্রিদ ও লন্ডন, ২৫ মার্চ : ব্রিটেনের রাজপ্রাসাদেও করোনার আঁচ। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ৭১ বছরের যুবরাজ চার্লস। তাঁকে স্কটল্যান্ডের বালমোরাল প্রাসাদে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। যুবরাজের স্ত্রী, ডাচেস অফ কর্নওয়াল ক্যামিলা পার্কার বোলসের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ হলেও তিনি ঘরবন্দি। বুধবার ক্ল্যারেন্স হাউসের এক মুখপাত্র বলেন, 'প্রিন্স চার্লসের রিপোর্ট পজিটিভ হলেও উপসর্গ নামমাত্র। তাঁর শারীরিক অবস্থা পুরোপুরি স্থিতিশীল। কাজকর্মও করছেন বাড়ি থেকে। গত ১০ মার্চ লন্ডনে একটি অনুষ্ঠানে মোনাকোর প্রিন্স অ্যালবার্টের সঙ্গে মুখোমুখি বসেছিলেন চার্লস। চলতি সপ্তাহেই প্রিন্স অ্যালবার্টের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ধরা পড়ে। তারপরই ৭১ বছর বয়সি প্রিন্স চার্লসের আক্রান্ত হওয়ার খবর সামনে এল। এই মুহূর্তে ব্রিটেনে ৮ হাজারেরও বেশি মানুষ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। ব্রিটেনে এখনও পর্যন্ত ৪২৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪০ জন।

এর মধ্যেই আশার আলো, করোনা ভাইরাসকে কবজা করার ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। সে দেশের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাঞ্জেসের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই টিকা তৈরি হয়েছে বলে খবর। তবে ওষুধ বাজারে আসতে এখনও

করোনায় আক্রান্ত প্রিন্স চার্লস

কিছুদিন সময় লাগবে। করোনা অতি-মহামারিতে এখনও পর্যন্ত বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ১৯ হাজার ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে শুধু স্পেনেই মৃত্যু হয়েছে ৭৩৮ জনের। এর আগে ইতালিতে একদিনে ৭৪৩ জনের মৃত্যুর সর্বোচ্চ রেকর্ড ছিল। মৃতের সংখ্যার নিরিখে এদিন চিনকে ছাপিয়ে গিয়েছে স্পেন। তবে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ইতালিতে।

আক্রান্তের দিক দিয়ে চিন ও ইতালির পরই স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা এখন ৫৪,৯৬৩। মৃত্যু হয়েছে ৭৮৪ জনের। অজানা ঘাতকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মার্কিন জনগণকে ২ লক্ষ কোটি ডলার আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকার।

ইতালিতে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৭৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশটিতে মোট মৃত্যু হয়েছে ৬,৮২০ জনের। এদিন নতুন করে সংক্রমণ হয়েছে ৫,২৪৯ জনের মধ্যে। মোট আক্রান্ত প্রায় ৭০ হাজার মানুষ। চিনে নতুন করে সংক্রমণ ছড়িয়েছে ৪৭ জনের মধ্যে। আর মৃতের সংখ্যা ৪। ফ্রান্সে করোনা হানায় প্রাণ গিয়েছে ১,১০০ জনের। বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪,৩৬,৮৪৩। মৃত্যু হয়েছে ১৯,৬৪৪ জনের। চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছেন প্রায় ১,১১,৮৫৬ জন।

কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ মোদির

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীর বাসিন্দাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে ২১ দিনের লকডাউনকে মহাভারতের ১৮ দিনের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, মহাভারতের যুদ্ধ শেষ হতে সময় লেগেছিল ১৮ দিন। কিন্তু করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করতে সময় লাগবে ২১ দিন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন মহাভারতে পাণ্ডবদের জেতাতে দিশা দেখিয়েছিলেন, ভারতের ১৩০ কোটি নাগরিক গোটা দেশকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততে দিশা দেখাবেন। কাশীর মানুষ বাকি দেশকে সংকল্প, সংযমের পাঠ শেখাবে বলে মোদি আশাপ্রকাশ করেন। যে সমস্ত ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী দিনরাত করোনার হাত থেকে রোগীদের সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছেন, তাঁদের এদিন ভগবানের অবতার বলে আখ্যা দেন প্রধানমন্ত্রী। পুলিশ, সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সহ যাঁরা জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদেরও সুখ্যাতি করেছেন মোদি। পাশাপাশি লকডাউনকে উপেক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যাঁরা ডাক্তার, নার্সদের সঙ্গে এই সংকটের সময় অসহযোগিতা করছেন, দুর্ব্যবহার করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও এককদম এগিয়ে যাঁরা লকডাউন অমান্য করে রাস্তায় বেরোবেন, তাঁদের দেখামাত্র গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে। প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে হু-র তরফে জানানো হয়েছে, কোভিড-১৯-এর মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ২১ দিন লকডাউনের সিদ্ধান্ত একটি জরুরি পদক্ষেপ। ভারতে হু-র প্রতিনিধি হেঙ্ক বেকেডাম জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলেছেন, তা করোনা রুখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুদোয়ারায় গুলি, নিহত ২৫

কাবুল ও নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : বিশ্বজুড়ে করোনা আতঙ্কের মধ্যেই আফগানিস্তানের কাবুলে এক গুরুদোয়ারায় বুধবার আত্মঘাতী হানায় ২৫ জনের মৃত্যু হল। আহতের সংখ্যা ১১। আইএস এই হামলার দায় স্বীকার করেছে বলে জানা গিয়েছে। এই হিংসাত্মক ঘটনার নিন্দা করেছেন ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী হরদীপ পুরী। গুরুদোয়ারায় আটকে পড়া হিন্দু ও শিখ পরিবারের সদস্যদের উদ্ধারে ভারত সবরকমের সাহায্যে প্রস্তুত বলে জানিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। মন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার বলেন, 'এই সময়ে ধর্মীয়স্থানে হামলা ভীরুতার পরিচয় দেয়।' বুধবার ঘড়িতে তখন সকাল ৭.৪৫ মিনিট। প্রার্থনায় বসেছিলেন স্থানীয় শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। আচমকা গুলির শব্দে তাঁরা হতচকিত হয়ে পড়েন। নিমেষে চাঞ্চল্য ছড়ায়। কিছু বুঝে ওঠার আগে লুটিয়ে পড়ে কয়েকটি প্রাণ। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুল্লা। তিনি জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে একটি শিশুও আছে। কাবুলের শোরবাজারের গুরুদোয়ারাটি ঘিরে রেখেছে নিরাপত্তাবাহিনী। দু'তরফেই লড়াইয়ের খবর মিলেছে।

অনলাইন পরিষেবা বন্ধ

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : লকডাউনের জেরে ব্যবসা কার্যত লাটে উঠতে বসেছে ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, বিগ বাস্কেট, মিল্ক বাস্কেট, গ্রোফার্স সহ প্রায় সমস্ত অনলাইন পণ্য পরিষেবা সংস্থার। মঙ্গলবার দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তিন সপ্তাহের লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লকডাউন চলাকালীন দোকানবাজার কতটা খোলা থাকবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটার আগে নতুন বিপদ সামনে এল বুধবার। অনলাইন পরিষেবা সংস্থাগুলো জানিয়ে দিল, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে আর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফ্লিপকার্ট, বিগ বাস্কেট ইত্যাদি সংস্থা পুরোপুরি কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। তারা শুধু বলেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার কাজ শুরু হবে। অ্যামাজন নতুন করে অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পুরোনো অনেক অর্ডার শেষ মুহূর্তে বাতিলও করেছে তারা। ফলে বেশ কিছু ক্রেতাকে বিপাকে পড়তে হয়েছে।

পরিষেবা বন্ধ রাখার পিছনে অনলাইন সংস্থাগুলি একাধিক কারণ দেখিয়েছে। ডেলিভারি বয়রা রাস্তায় বেরোলে তাঁদের পুলিশি হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। ফলে তাঁরা বাড়ি বাড়ি পণ্য সরবরাহ করতে চাইছেন না। অনলাইন শপিং সংস্থা বিগ বাস্কেটের এক কর্তা অভিযোগ করছেন, 'জরুরি পরিষেবা চালু রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট নির্দেশিকা দিলেও, স্থানীয় প্রশাসনের বাধায় আমরা সেই কাজ চালু রাখতে পারছি না।'

অধীরের আর্জি

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ : দিল্লিতে প্রায় ৩০০ বাঙালি আটকে পড়েছেন। লকডাউনের জেরে কর্মচ্যুত হলেও যাতায়াতের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে পারছেন না। হাতে তেমন টাকা না থাকায় খাদ্য সংকটে পড়েছেন তাঁরা। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীর উদ্যোগে বুধবার ওই বাঙালিদের হাতে ১০ দিনের মতো খাবার পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের আজমনগরেও পশ্চিমবঙ্গের ৫০ জন আটকে পড়েছেন। তাঁদেরও সাহায্য পাঠানোর চেষ্টা করছেন কংগ্রেস নেতা অধীর। অধীর এদিন চিঠি দিয়ে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলার ওই অধিবাসীদের হাতে পর্যাপ্ত খাবার পৌঁছে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন অধীর।

চাঙ্গা শেয়ারবাজার

মুম্বই, ২৫ মার্চ : বুধবার সকাল থেকে রাজ্যে রাজ্যে পুলিশ-প্রশাসন লকডাউন 'সফল' করতে আরও সক্রিয় হওয়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠল শেয়ারবাজার। এদিন বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ছিল ২৮,৫৩৫ পয়েন্টে। মঙ্গলবারের থেকে ১,৮৬১ পয়েন্ট ওপরে। নিফটিও ৫১৬ পয়েন্ট বেড়ে ৮,৩১৭ পয়েন্টে দৌড় শেষ করেছে। কয়েকদিনের টানা পতনের পর এদিন ভালো ফল করেছে ব্যাংক ও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি।

ORDERS

NO. 26 – CS/2020 Dated Kolkata, 25/03/2020

Exemptions in the time of Lockdown

To prevent the spread of COVID-19, Government of India, under Disaster Management Act, 2005, has taken lockdown measures in the country. However, certain exceptions/exemptions have been notified under the said order. These read with exceptions/exemptions provided in the Complete Safety Restrictions as notified by Government of West Bengal include the following-

1. Law and Order, Courts and Correctional Services
2. Health Services and Veterinary Services
3. Police, Armed Forces and Paramilitary Forces and Private Security Services
4. Electricity, Water and Conservancy Services
5. Fire, Civil Defence and Emergency Services
6. Telecom, Internet, IT & ITES and Postal Services
7. National Informatics Centre, Early Warning Agencies
8. Banks, Insurance and ATMs
9. Food including groceries, vegetables, fruits, meat, fish, bread, milk, eggs, poultry feed, cattle feed storage and transportation
10. Cold storage and warehousing services
11. E-Commerce of groceries, food items, and home delivery of food, pharmaceuticals and medical equipments
12. Public utilities including petroleum, CNG, LPG, PNG storage and transportation
13. Medicine shops, optical stores, pharmaceutical manufacturing and their transportation
14. Production and Manufacturing units requiring continuous process (after obtaining necessary approval from the District Magistrate in their respective districts and Commissioner KMC in Kolkata Municipal Corporation area)
15. Print, electronic media and social media, MSOs and Cable operators
16. Manufacturing units engaged in production of essential commodities
17. Hotels, home stays, lodges and motels, which are accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew.
18. Establishments used/earmarked for quarantine facilities
19. Movement of essential food commodities through road, airports, ports, railway sidings
20. Movement of forest sector essential services
21. Shops of seeds and pesticides
22. Manufacturing units for packaging materials of food items, drugs, pharmaceuticals and medical devices
23. Movement of patients and their attendants to and from hospitals and nursing homes.
24. People engaged in ongoing agriculture operations

Reference: Orders No. 1-29/2020-PP (Pt.II) dated 24.03.2020, No. 40-3/2020-D dated 24.03.2020 and 40-3/2020-DM-I(A) dated 25.03.2020 of Government of India.

State Control Room and Coordination Centres will function 24X7.
Phone Numbers: 1070 (Toll Free) and 22143526.

Sd/
Chief Secretary

Movement-Guidelines

No: 27 – CS/2020 Dated 25/03/2020

Government of India vide No. 40-3/2020–DM–I(A), dated 24/3/2020, has notified guidelines for implementation of various measures for preventing the spread of COVID–19 in the country. There are exemptions provided for in these guidelines for essential and emergency services.

Government of West Bengal now issues the following guidelines regarding movement of personnel as well as supply of Essential Goods and Services:

A. Government personnel in the exempted category require identity card issued by Government
B. The following mentioned hereunder need not have any movement passes:
   a. Private individuals going to nearby stores for procurement of essential food items, Medicines, emergency health consultations etc. not more than two people together.
   b. Individuals engaged in ongoing agricultural, animal husbandry and fisheries activities.
C. The following shall be allowed unrestricted movement on production of identity cards duly issued by their employers:
   a. Medical personnel, nurses, paramedical staff and other personnel of all health care establishments.
   b. Workers of Electricity, Water, Conservancy Services, Banks and other public utilities including those dealing with Petroleum, LPG, CNG.
   c. Personnel of the Print and Electronic Media as well as those associated with delivery of newspapers.
   d. Railway/Port/Airport personnel and vehicles associated in connection with the movement of essential commodities and cargo.
D. Personnel associated with distribution of essential commodities under PDS, Sufal Bangla, hyper marts, super stores, E – Commerce platforms, home delivery of food, shall be allowed unrestricted movement on production of authorization letters issued by their employers and endorsed by the local Police Authority/SDO. The number of personnel engaged by these organizations should be kept at the bare minimum required to maintain essential services.
E. It is further clarified that movement endorsed issued by any Police Authority/SDO shall be valid throughout the State of West Bengal.

However, UNDER ALL CIRCUMSTANCES THE NORMS OF SOCIAL DISTANCING SHOULD BE STRICTLY FOLLOWED.

This order is issued in public interest to ensure hassle free movement and availability of essential commodities and services to people at large during the lockdown period.

Sd/
Chief Secretary

Issued in public interest by Government of West Bengal ..ICA-697(12)/2020..